Cosmo School

শ্রেণি: ৬ষ্ঠ

বিষয়: বাংলা ১ম

আজকের পাট: কত দিকে কত কারিগর

তারিখ: ২০/০৭/২০

সৃজনশীল প্রশ্ন

অনুচ্ছেদগুলো পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. সুমনা পহেলা বৈশাখের মেলায় গেল। আশা ছিল একটা শখের হাড়ি, একটা টেপা পুতুল, একটি শীতল পাটি কিনবে। কিন্তু মেলার কয়েকটি দোকান ঘুরেও সে তার প্রত্যাশিত বস্তুগুলি খুঁজে পেল না। আরো কয়েকটি দোকান ঘুরে সে উড়ন্ত পাখি, ময়ূর পঙ্খি নৌকা, রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি কিনে নিল। এক সময় বিক্রেতাকে সে প্রশ্ন করল, "তার প্রত্যাশিত শখের জিনিসগুলো নেই কেন" উত্তরে বিক্রেতা বলল, "এসবের এখন বেশি চাহিদা নেই বলে তারা আর বানায় না।"

ক. কে ছোকরাদের দামড়া বলে ডাকছিল?

খ. কেন বঙ্গবন্ধুর ছবিকে নিচে বা মধ্যে রাখা যায় না?

গ. সুমনার কেনা পণ্যসামগ্রীর সাথে তোমার পঠিত গদ্য 'কতদিকে কত কারিগর'-এ বর্ণিত শিল্পপণ্যের সাদৃশ্য বাখ্যা কর।

ঘ. সুমনার না পাওয়া জিনিসগুলো সম্পর্কে দোকানীর বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

২. গোলাম মাওলা একজন সৌখিন শিল্পপতি। তিনি তাঁর বাড়ির ড্রইং রুম মাটির তৈরি ফুলদানি, নৌকা, গরুর গাড়ি, এবং বিভিন্ন মনীষীর প্রতিকৃতি দিয়ে সাজিয়েছেন। এগুলো তিনি সংগ্রহ করতে নিজেই চলে যান কুমোর পাড়ার প্রবীণ কারিগরের কাছে; যিনি নামেও প্রবীণ, কাজেও প্রবীণ। মাওলা সাহেবের অভিমত-প্রবীণসহ আরও কয়েকজন পুরোনো কারিগরের অবদানেই আমাদের মৃৎশিল্প টিকে আছে। তাঁদের মতো পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান, যত্নশীল এবং নিপুণ কারিগরের বড় অভাব আজকের দিনে। এই অভাব পূরণ করতে না পারলে আমাদের মৃৎশিল্প ধ্বংসের মুখে পতিত হবে।

ক. জয়নুল আবেদীন কে ছিলেন?

খ. পালমশাই একজন 'জাতশিল্পী'—এখানে লেখক জাতশিল্পী বলতে কী বুঝিয়েছেন?

গ. মাওলা সাহেবের ড্রইং রুমে সজ্জিত মাটির জিনিসপত্রের দ্বারা 'কতদিকে কত কারিগর' রচনার কোন দিকটিকে ইঙ্গিত করে—ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'তাঁদের মতো পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান, যত্নশীল এবং নিপুণ কারিগরের বড় অভাব আজকের দিনে।' মাওলা সাহেবের এই অভিমত উদ্দীপক এবং 'কত দিকে কত কারিগর' রচনার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

Activate Wi
Go to Settings

<u>১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর</u>

<u>(ক)</u>

বৃদ্ধ পাল মশাই ছোকরাদের 'দামড়া' বলেছিলেন।

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

(খ)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি তাই বাঙালির জাতীয় জীবনে, অনুভূতিতে, চেতনায়, শ্রদ্ধায় তার স্থান সবার উপরে।

সর্বকালের শ্রেষ্ট বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশের মানুষের জনপ্রিয় মহান নেতা। এ দেশ কে স্বাধীন করার জন্য তার অবদান তাকে দিয়েছে স্থপতির মর্যদা। এই নেতাকে বাঙালিরা ভালোবাসে ও শ্রদ্ধ করে। তাই একজন বাঙালি হিসাবে পালমশাইও বঙ্গবন্ধুকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় তার প্রতিমূর্তিকে স্থান দিয়েছেন সবার উপরে। বাঙালির কাছে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান যে সবার উপরে সেই বিষয়টি ফুটে উঠেছে তার উক্ত মন্তব্যে।

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

(গ)

'কত দিকে কত কারিগর' রচনায় মাটির তৈরি শিল্পের সাথে উদ্দিপকের সুমনার কেনা পণ্যসামগ্যীর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে।

'কত দিকে কত কারিগর ' রচনায় মাটির তৈরির শিল্পের বিবরণ দিবে।

উদ্দিপকের সুমনার কেনা পণ্য সামগ্যীর বিবরণ দিবে।

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

(ঘ)

সুমনার না পাওয়া জিনিসগুলো সম্পর্কে দোকানীর বক্তব্য যথার্থ।

'কত দিকে কত কারিগর ' রচনায় কোন কোন জিনিস কুমোররা বানায় , এখন কোন কোন জিনিসের চাহিদা বেশি এবং কেন তা ব্যাখ্যা করবে।

উদ্দিপকে সুমনা কোন জিনিস কিনতে চেয়েছিল , সেগুলো সে কেন কিনতে পারলোনা এবং মাটির তৈরি কোন জিনিস সে মেলাতে দেখতে পেল তার ব্যাখ্যা দিবে।